Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 16, 1432 Bangla, January 30, 2026, Friday, No. 30, 56th year

H I G H L I G H T S

EC has said that govt. employees can inform and make the public aware of the referendum but they cannot campaign for either "yes" or "no" vote in the upcoming referendum. [DW: 14]

The interim govt has expressed deep concern over the death of a Jamaat-e-Islami member in a clash between BNP & Jamaat activists in Sherpur & pledged to take legal actions against the perpetrators. [BBC: 04]

BNP Chairman Tarique Rahman said that election on February 12 will decide whether country will go the path of democracy or another path. Everyone must unite to change the fate of people. [Jago FM: 16]

NCP convener Nahid Islam said, the mass uprising did not take place to remove one dictatorship and bring another to power. Rather, the mass uprising occured to prevent anyone from becoming a dictator. [Jago FM: 16]

Jamaat-e-Islami Ameer Dr Shafiqur Rahman has said the country's electoral "level playing field" has come under serious question following a deadly clash between Jamaat & BNP activists in Sherpur. [BBC: 03]

An analysis shows that in the run-up to the 13th national election, political parties & candidates have significantly increased their investment in Facebook, spending over roughly Tk 6.4 million in a single month on political advertising. [DW: 15]

Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council has said the minority community is facing persistent fears & anxieties about their lives, livelihoods, wealth & dignity, adding that these fears & anxieties may discourage the minority community from voting. [DW: 15]

High Court has ruled that interim govt.'s agreement with a foreign company to operate the New Mooring Container Terminal at Chittagong Port is valid. [BBC: 04]

An int'l arbitration tribunal has ordered Canadian energy company Niko Resources to pay $42 million in compensation to Bangladesh in the case of Tengratila gas field blowouts at Chhatak in Sunamganj that occurred in 2005. [BBC: 03]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ১৬, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ৩০, ২০২৬, শুক্রবার, নং- ৩০, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

নির্বাচন কমিশন বলেছে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি গণভোটের বিষয়ে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করতে পারবেন, কিন্তু `হ্যাঁ, বা `না, ভোট দেওয়ার জন্য জনগণকে আহ্বান জানাতে পারবেন না।
[ডয়চে ভেলে: ১৪]
শেরপুরে বিএনপি-জামায়াতের কর্মী সমর্থকদের সংঘর্ষে জামায়াতে ইসলামীর একজনের মৃত্যুতে `গভীর উদ্বেগ, প্রকাশ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। [বিবিসি:০৪]

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ১২ তারিখের নির্বাচনই ঠিক করবে দেশ গণতন্ত্রের পথে যাবে, নাকি অন্য পথে। জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। [জাগো এফএম: ১৬]

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, এক স্বৈরাচারকে সরিয়ে নতুন কোনো স্বৈরাচারকে বসানোর জন্য গণ-অভ্যুত্থান হয়নি। বরং কেউ যাতে স্বৈরাচার হতে না পারে, সেজন্য গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল।
[জাগো এফএম: ১৬]
শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষের ঘটনায় নির্বাচনি `লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড, প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে --- মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। [বিবিসি: ০৩]

বাংলাদেশের দলগুলি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারের দিকে ঝুঁকেছে। গত এক মাসে ফেসবুকে ৫২ হাজার ডলারের বেশি ব্যয় করেছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থী ও সমর্থকেরা। [ডয়চে ভেলে: ১৫]

জীবন-জীবিকা-সম্পদ ও সম্ভ্রম নিয়ে শঙ্কা ও উদ্বেগ কাটছে না সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ---জানিয়েছে বাংলাদেশ `হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য, পরিষদ। সংগঠনটি আরো বলছে, এই শঙ্কা ও উদ্বেগ ভোট প্রদানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিরুৎসাহিত করতে পারে। [ডয়চে ভেলে: ১৫]

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনাল পরিচালনায় বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের চুক্তি বৈধ--- রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। [বিবিসি: ০৪]

২০০৫ সালে সুনামগঞ্জের ছাতকে টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্র বিস্ফোরণের মামলায় কানাডিয়ান জ্বালানি কোম্পানি নাইকো রিসোর্সেসকে বাংলাদেশকে ৪ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে একটি আন্তর্জাতিক সালিশ ট্রাইব্যুনাল। [বিবিসি: ০৩]

বিবিসি

টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে বিস্ফোরণের ঘটনায় আন্তর্জাতিক আদালতের রায় বাংলাদেশের পক্ষে

দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে সুনামগঞ্জের ছাতকে টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্র বিস্ফোরণের মামলায় বাংলাদেশের পক্ষে রায় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক আদালত। ২০০৫ সালে সংঘটিত ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকো রিসোর্সকে ৪ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয়েছে। টাকার অঙ্কে তা ৫০০ কোটি টাকারও বেশি। বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্যাসক্ষেত্রে প্রায় আট বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পুড়ে যাওয়া এবং পরিবেশগত ক্ষতির জন্য এই ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রেজানুর রহমান ইকসিডের রায়ের বিষয়টি বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অব ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউট (ইকসিড) ট্রাইব্যুনাল এই অর্থ বাংলাদেশকে প্রদানের নির্দেশনা দিয়েছে। এই অর্থ পরিশোধের বিষয়টি কীভাবে এগোবে, সেটা আইনজীবীদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে এবং রায়ের পূর্ণাঙ্গ কপি পাওয়ার পর যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রেজানুর রহমান। সুনামগঞ্জের ছাতকের টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে কানাডার কোম্পানি নাইকো অনুসন্ধান কূপ খননকালে ২০০৫ সালের ৭ জানুয়ারি ও ২৪ জুন দুই দফা মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে। বিপুল পরিমাণ গ্যাসের মজুত পুড়ে যায়। পাশাপাশি, বিস্তীর্ণ এলাকায় সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি হয়। পরে এ ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দাবি করে পেট্রোবাংলা। বিষয়টি বাংলাদেশে আদালত ধরে ইকসিডে গড়ালে ২০২০ সালে নাইকোকে দায়ী করা হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০১.২০২৬ এলিনা)

পদ্মা ব্যারাজ নির্মাণ, বরেন্দ্র প্রকল্প চালু ও কৃষিঋণ মওকুফের প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দ্রুত পদ্মা ব্যারাজ নির্মাণ, বরেন্দ্র প্রকল্প চালু ও কৃষিঋণ মওকুফ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহীর মাদ্রাসা মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দেন। বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, "আমরা সরকার গঠন করলে বরেন্দ্র সেচ প্রকল্প ও পদ্মা ব্যারেজের নির্মাণকাজে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হাত দিতে চাই।„ এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হলে তার সুফল কেবল রাজশাহীর নয়, বরং ঠাকুরগাঁও থেকে শুরু করে পঞ্চগড়ের কৃষকরা পর্যন্ত এর সুবিধা ভোগ করবেন বলে তিনি জানান। কৃষকদের জন্য ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ, সুদসহ মওকুফের পাশাপাশি, রাজশাহীতে একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান তিনি। চাষিদের আর্থিকভাবে লাভবান করতে আমের জন্য হিমাগার স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, "কীভাবে আমকে সংরক্ষণ করা যায়, আরও বেশি কিছুদিন রাখা যায়; সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা আমের জন্য হিমগার তৈরি করতে চাই এই এলাকায়।„ বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অচল হয়ে পড়া আইটি পার্কগুলোকে পুনরায় সচল করার পাশাপাশি, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি, যেন তরুণ সমাজ এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে দেশে ব্যবসা করতে পারে অথবা বিদেশে গিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

শেরপুরের ঘটনায় নির্বাচনি `লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড, প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে : জামায়াতের আমির

শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষের ঘটনায় নির্বাচনি `লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড, প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বরের পানির ট্যাংকি এলাকায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। শফিকুর রহমান বলেন, "এই ঘটনা ইঙ্গিত করে অসহিষ্ণুতা। এই ঘটনা ইঙ্গিত করে জনগণের ওপর আস্থা নাই। এই ঘটনা ইঙ্গিত করে, অন্যের বিজয় দেখে নিজের সহ্য হয় না।„ বুধবার শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে নির্বাচনি ইশতেহার পাঠ অনুষ্ঠানে বসার আসন নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে সংঘর্ষে জড়ায় স্থানীয় বিএনপি এবং জামায়াত নেতা-কর্মীরা। এসময় নিহত হন জামায়াতের স্থানীয় নেতা রেজাউল করিম। বুধবার রাতে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে দেওয়া একটি স্ট্যাটাসে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গে শফিকুর রহমান বলেন, "এখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর ভূমিকা জনগণ দেখতে চায়। তারা কেমন নির্বাচন জাতিকে উপহার দেয়। আর যারা এই খুনের নেশায় মত্ত হয়েছে, এদের পাকড়াও করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া দরকার। আমরা চাই, দ্রুত এদের পাকড়াও করা হোক। কোনো ধরনের গড়িমসি জাতি বরদাস্ত করবে না।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনার চেষ্টা করবে জামায়াত : শফিকুর রহমান

"বিগত সরকারের আমলে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে, তা ফেরত আনার চেষ্টা করা হবে„ বলে আশ্বাস দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। "বাংলাদেশ থেকে ২৮ লক্ষ কোটি টাকা গত সাড়ে ১৫ বছরে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করব পেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ওই টাকা বের করে আনতে। এটা জনগণের টাকা। জনগণের উন্নয়ন খাতে এই টাকা যুক্ত হবে ইনশাল্লাহ।„ বৃহস্পতিবার ঢাকার কারওয়ান বাজারে

ঢাকা-১২ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সাইফুল ইসলাম মিলনের নির্বাচনি পথসভায় যোগ দিয়ে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচনের পর জামায়াত বিজয়ী হলে চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। জামায়াতের আমির বলেন, "১৩ তারিখ থেকে পাল্টে যাবে বাংলাদেশের চিত্র। যেখানে হাত অবশ হয়ে যাবে ৯০ ভাগ চাঁদাবাজের।„ চাঁদাবাজি বন্ধ করতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি, জামায়াত নেতা-কর্মীরাও মাঠে থাকবে বলে জানান তিনি। গতকাল বিএনপির চেয়ারপার্সন তারেক রহমান এক জনসভায় বলেছিলেন, "একটি রাজনৈতিক দলের বক্তব্য দুর্নীতিতে বলে চ্যাম্পিয়ন ছিল। আমার প্রশ্ন, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তাদের দু-জন সদস্য বিএনপির সরকারে ছিল। বিএনপি যদি এতই খারাপ হয়, ওই দু-জন কেন পদত্যাগ করেনি।„ জামায়াতের আমির কারওয়ান বাজারের সমাবেশে জানান, চার দলীয় ঐক্যজোট ক্ষমতায় থাকার সময় "জামায়াতের মন্ত্রীরা কোনো ধরনের দুর্নীতিতে জড়িত হননি„ এবং "মন্ত্রণালয় বাঁচাতেই„ দায়িত্বও ছাড়েননি। তিনি বলেন, "দু-একজন নেতা বলছেন, আপনারা এত সৎ ছিলেন, তো ছেড়ে গেলেন না কেন? আমরা ছেড়ে যাইনি এ কারণে অন্তত তিনটা মন্ত্রণালয় বেঁচে যাক। বেঁচে যাক দুর্নীতির হাত থেকে, রক্ষা পাক।„ এর আগে, মিরপুরে জামায়াতের নির্বাচনি ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শফিকুর রহমান বলেন, "নতুন বাংলাদেশে আমাদের ভূখণ্ড বদলাবে না, বদলাবে আমাদের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি। আর গত ৫৪ বছর যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশ চালানো হয়েছে, মাঝে মাঝে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে জুলুম করা হয়েছে। ফ্যাসিজম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০১.২০২৬ এলিনা)

শেরপুরে সহিংসতা ও প্রাণহানির ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকারের `উদ্বেগ,

শেরপুরে বিএনপি-জামায়াতের কর্মী সমর্থকদের সংঘর্ষে জামায়াতে ইসলামীর একজনের মৃত্যুতে `গভীর উদ্বেগ, প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে দেওয়া একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "জাতীয় নির্বাচন আর মাত্র দুই সপ্তাহ দূরে থাকাকালে সরকার বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামসহ সব রাজনৈতিক দলের প্রতি দায়িত্বশীল নেতৃত্ব প্রদর্শন এবং তাদের সমর্থকদের মধ্যে সংযম নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও প্রাণহানির কোনো স্থান নেই।" শেরপুরে সংঘর্ষ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে বলেও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক দল, নেতা এবং নির্বাচনি প্রচারণায় যুক্ত সবাইকে শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক উপায়ে ভোটারদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সরকার। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি বৈধ : হাইকোর্ট

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনায় বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের চুক্তি বৈধ বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জাফর আহমেদের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। হাইকোর্ট বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির চলমান প্রক্রিয়ার বৈধতা প্রশ্নে জারি করা রুল খারিজ করে দেওয়ায় এনসিটি পরিচালনায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিতে কোনো বাধা থাকল না। এর আগে, গত বছরের ৪ ডিসেম্বর বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের দ্বৈত বেঞ্চ নিউমুরিং টার্মিনাল নিয়ে ভিন্ন মতের রায় দিয়েছিল। বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি ফাতেমা নজীব চুক্তি-সম্পর্কিত প্রক্রিয়া অবৈধ ঘোষণা করলেও, এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ার রিট আবেদন খারিজ করে রায় দেন। পরে তখনকার প্রধান বিচারপতি মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য বিচারপতি জাফর আহমেদের বেঞ্চে পাঠান। গত বছর চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে বাংলাদেশ যুব অর্থনীতিবিদ ফোরামের পক্ষে সংগঠনটির সভাপতি মির্জা ওয়ালিদ হোসাইন রিট করেছিলেন। রিটে অভিযোগ করা হয়, সংশ্লিষ্ট আইন ও পিপিপি নীতিমালা অনুসরণ না করে বিদেশি অপারেটর নির্বাচনের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। পরে গত বছরের ৩০ জুলাই হাইকোর্ট এই বিষয়ে রুল জারি করে জানতে চায় যে কেন এই চুক্তি প্রক্রিয়াকে আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না এবং কেন সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী প্রতিযোগিতামূলক উন্মুক্ত দরপত্র নিশ্চিত করা হবে না। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে সমঝোতা স্মারক হয়েছিল।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০১.২০২৬ এলিনা)

শেরপুরের ঘটনায় ইউএনও এবং ওসি প্রত্যাহার

শেরপুরে বুধবার বিএনপি ও জামায়াত নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে একজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার ঘটনায় ঝিনাইগাতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও ওসিকে প্রত্যাহার করার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করে এ তথ্য জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। তিনি জানান, শেরপুরের ঘটনায় ইউএনও এবং ওসিকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রার্থীদের বিরুদ্ধে জুডিসিয়াল ইনকোয়ারি কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেবে কমিশন। তিনি বলেন, "শেরপুরের ঘটনা

নিন্দনীয়। আচরণবিধি অনুযায়ী, ইশতেহার পাঠ অনুষ্ঠানে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হিসেবে ইউএনও এবং ওসিকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাকি যে প্রসিডিয়াল আসপেক্টস দ্রুত নেওয়া হবে।„ বুধবার বিকেলে ঝিনাইগাতী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'নির্বাচনি ইশতেহার পাঠ' অনুষ্ঠানে চেয়ারে বসা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান বিএনপি ও জামায়াত নেতা-কর্মীরা, যা এক পর্যায় সংঘাতে রূপ নেয়। এতে জামায়াতের নেতা রেজাউল করিম নিহত হন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ছে আরো এক মাস

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও একমাস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রিটার্ন দাখিলের শেষ সময় ২৮শে ফেব্রুয়ারি। বৃহস্পতিবার এনবিআরের কর্মকর্তা মো. একরামুল হকের সই করা আদেশে এই তথ্য জানা গেছে। একইসঙ্গে, ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন সংক্রান্ত সমস্যার কারণে কোনো করদাতা অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলে অসমর্থ হলে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের কাছে সুনির্দিষ্ট যৌক্তিকতাসহ আবেদন করা যাবে মর্মে আরও একটি আদেশ জারি করা হয়েছে। আবেদনের প্রেক্ষিতে, সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত যুগ্মকর কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে করদাতা পেপার রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট এবং নির্বাচনি প্রচারসহ নানান দিক বিবেচনায় এবারে তৃতীয় দফায় রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ালো এনবিআর। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ৩৪ লাখের বেশি করদাতা অনলাইনে তাদের ই-রিটার্ন জমা দিয়েছে বলে জানিয়েছে এনবিআর। গত আগস্টে সব করদাতার জন্য অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

গত বছর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ৫২২টি, দাবি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের

২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ৫২২টি ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানায়, দেশীয় পত্রপত্রিকা ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা থেকে তারা এই হিসাব তৈরি করেছে। সংগঠনটি জানায়, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট থেকে, অর্থাৎ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের একদিন আগে থেকে ওই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ২১৮৪টি সাম্প্রদায়িক ঘটনার বিষয় উল্লেখ ছিল। এর মধ্যে হত্যার ঘটনা ৬১টি, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, গণধর্ষণের ঘটনা ২৮টি, উপাসনালয়ে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা- ৯৫টি, উপাসনালয়ের জমি দখল বা দখলের চেষ্টার ঘটনা ২১টি বলে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সাম্প্রতিক একটি হিসাবে বলা হয়েছিল, ২০২৫ সালে মোট ৬৪৫টি সহিংসতার ঘটনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক উপাদান রয়েছে ৭১টিতে। অবশিষ্ট ৫৭৪টি ঘটনা সাম্প্রদায়িক নয় বলে দাবি করা হয়। এই তথ্য উদ্ধৃত করে সংগঠনটি প্রশ্ন রাখে, "শান্তিতে নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস কি নতুন সংজ্ঞায় সাম্প্রদায়িকতাকে সংজ্ঞায়িত করে বলতে চান যে, কেবল মন্দির বা উপাসনালয়ের আঙিনায় সংঘটিত সহিংসতা ছাড়া সমাজে এবং রাষ্ট্রে সংঘটিত অন্য কোনো ঘটনা সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নয়?„ "জাতি-ধর্ম-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হওয়ার ক্ষেত্রে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে„ বলে সংগঠনটি মনে করছে। "সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি ঘৃণা ও সহিংসতা শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করছে না, এ ধরনের উসকানিমূলক বক্তব্য ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর ধর্মীয় আঘাত হানছে,„ বলছে সংগঠনটি। শঙ্কা ও উদ্বেগ সংখ্যালঘুদের ভোটদানে নিরুৎসাহিত করতে পারে বলেও মনে করছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

'একটি দল কেন সব চেয়ার দখল করে রাখল, লাঠিসোঁটা জড়ো করল?': তদন্ত দাবি বিএনপির

শেরপুরে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জামায়াত ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে যে সংঘাত সংঘর্ষ হয়েছে, তা 'অনাকাঙ্ক্ষিত' বলে জানিয়েছেন বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ও দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন। বৃহস্পতিবার বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি। একইসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসন কেন পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে পারল না। "এই সংঘাত কি এড়ানো যেত কি না, নির্ধারিত সময়ের আগে একটি দল কেন সব চেয়ার দখল করে রাখল, সেই দলের লোকজন কেন সেখানে লাঠিসোঁটা জড়ো করল? সবার সম্মিলিত অনুরোধ উপেক্ষা করে সেই দলের প্রার্থী কেন সংঘাতের পথ বেছে নিলেন, এসব বিষয় নিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত,„ বলেন মাহদী আমিন। বুধবার শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে সব প্রার্থীর অংশগ্রহণে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণার একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে প্রতিটি দলের জন্য আলাদা করে বসার জায়গা নির্ধারিত ছিল। তবে, জামায়াতে ইসলামীর নেতারা সব চেয়ার দখল করে রাখেন এবং বিএনপির নেতা-কর্মীদের তাদের নির্ধারিত আসনে বসতে দেননি, আর প্রশাসন বারবার অনুরোধ করলেও, তারা চেয়ার ছাড়েননি বলে অভিযোগ করেন মাহদী আমিন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

গণভোটে 'হ্যাঁ' অথবা 'না'-এর পক্ষে প্রচার চালাতে পারবেন না সরকারি চাকরিজীবীরা

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি গণভোটে `হ্যাঁ'-এর পক্ষে বা `না,-এর পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য জনগণকে কোনোভাবে আহ্বান জানাতে পারবেন না বলে নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তবে, তারা গণভোট বিষয়ে মানুষকে 'অবহিত ও সচেতন' করতে পারবেন। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের এক চিঠিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানায়, `হ্যাঁ'-এর পক্ষে বা `না,-এর পক্ষে প্রচারণা গণভোটের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে, যা গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ধারা ২১ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ৮৬ অনুযায়ী একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ও রিটার্নিং অফিসার, জেলা প্রশাসক, (সকল) ও রিটার্নিং অফিসারদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০১.২০২৬ এলিনা)

জামায়াতের 'মহিলা সমাবেশ' স্থগিত

ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পূর্বঘোষিত ৩১ জানুয়ারির 'মহিলা সমাবেশ' স্থগিত করেছে জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগ। বৃহস্পতিবার বিকেলে মহিলা বিভাগের ফেসবুক পেজে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। সেখানে বলা হয়, `অনিবার্য কারণবশত মহিলা সমাবেশটি স্থগিত করা হলো। এর আগে, মঙ্গলবার জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রথমবারের মতো ৩১ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহিলা সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। মূলত, নির্বাচনের প্রচারণায় অংশ নিতে গিয়ে সারা দেশে নারী হেনস্তা, হামলা এবং কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে এই সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ৩১ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় এই প্রতিবাদ সমাবেশ শুরু হবে। এই প্রথমবার বলা যায়, আমাদের নারী সংগঠনের কর্মীরা বাধ্য হয়ে প্রকাশ্যে এসে প্রতিবাদ সমাবেশ করবেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০১.২০২৬ এলিনা)

সবচেয়ে কম ও বেশি ভোট পড়েছিল কোন কোন নির্বাচনে?

নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতিকে শুধু সংখ্যার একটি হিসাব নয়, বরং দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের আস্থা, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক পরিবেশের প্রতিফলন বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১২টি সংসদ নির্বাচনের ইতিহাসে কখনও দেখা গেছে রেকর্ডসংখ্যক ভোটার উপস্থিতি, আবার কখনও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এসব নির্বাচনের কোনোটিকে তুলনামূলকভাবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বলা হয়। আবার ইতিহাসে কোনো কোনোটিকে চিহ্নিত করা হয় একতরফা ও অগ্রহণযোগ্য হিসেবে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি বেশিরভাগ সময়ই অস্থিতিশীল থাকলেও, এই সময়ে মোট পাঁচটি নির্বাচন হয়। এর মাঝে তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হিসেবে তকমা পেয়েছে কেবল একটি। এরপরে ১৯৯৬ থেকে ২০২৪ সালের মাঝে বাংলাদেশে আরও সাতটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেগুলোর মাঝে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হিসেবে গণ্য করা হয় তিনটিকে। এদিকে, চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ত্রয়োদশ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই প্রতিবেদনে ১৯৭৩ থেকে সর্বশেষ ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন চিত্র এবং তার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদিও বিশেষজ্ঞরা বলেন, শুধু ভোটার সংখ্যা দিয়ে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হয় না।

আওয়ামী লীগ আমলের বিতর্কিত তিন নির্বাচন

বাংলাদেশে সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন ছিল ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত 'স্বল্প ভোটের নির্বাচন' খ্যাত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। অনিয়মের অভিযোগে তখন নয়টি আসনের ২১ কেন্দ্রের ভোট স্থগিত করা হয়েছিল। আর, আওয়ামী লীগের একজন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করেছিল নির্বাচন কমিশন। অবশিষ্ট ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন পেয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয় পায়। দ্বাদশ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ১১ কোটি ৯৫ লাখ ১ হাজার ৫৮৫ জন। তাদের মধ্যে ৪ কোটি ৯৯ লাখ ৫৫ হাজার ৪৪৫ জন ভোট দিয়েছেন বলে জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তবে এই সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে। কারণ, নির্বাচনের দিন বেলা ৩টা পর্যন্ত সারা দেশে ২৭ দশমিক ১৫ শতাংশ ভোট পড়ার তথ্য দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। পরে বিকেল ৫টায় তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান, ৪১ দশমিক আট শতাংশ ভোট পড়েছে।

পরিসংখ্যান নিয়ে যাদের সন্দেহ আছে, তাদের উদ্দেশ্যে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল তখন বলেছিলেন, "যদি মনে করেন এটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে...আমাদের অসততা যদি মনে করেন, সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।„ ওই নির্বাচনে ৪৪টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে অংশ নিয়েছিল আওয়ামী লীগসহ ২৮টি রাজনৈতিক দল। বিএনপিসহ ১৬টি নিবন্ধিত দল এই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করেছিল। বিএনপি তখন ওই নির্বাচনকে 'প্রহসন' বলে দাবি করেছিল। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মঈন খান বলেছিলেন, "সরকার ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।„ সেবার বড় সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে না আসায় দুঃখ বা হতাশা প্রকাশ

করে নির্বাচনে হওয়া অনিয়মগুলোর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন। উল্লেখ্য, এই নির্বাচনকে 'ডামি' প্রার্থীর নির্বাচন হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। বলা হয়ে থাকে, এই নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক দেখানোর জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাই প্রার্থী হন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০১৮)

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে বিএনপিসহ মোট ৩৯টি দল অংশ নিলেও, ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে এই নির্বাচন তখন বিতর্কিত হয়ে পড়ে। 'রাতের ভোট' আখ্যা পাওয়া সেই সংসদ নির্বাচনে ভোটের আগের রাতেই অর্থাৎ, ২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর থেকেই খবর আসতে থাকে, সারা দেশের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র দখলে নিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। ভোটের দিন ৩০ ডিসেম্বর সকালে অনেক স্থানে গিয়ে এসব অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পেয়েছিলেন বিবিসি বাংলার সংবাদদাতারা। ওই নির্বাচনের খবর প্রচারে আগে থেকেই দেশের গণমাধ্যমগুলোকে নানা বিধি-নিষেধ দেওয়া হয়েছিল গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে। যে কারণে নানা অনিয়ম, কারচুপি বা জালিয়াতির খবর পেয়েও, তা প্রচার করতে পারেনি বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো। 'অংশগ্রহণমূলক' নির্বাচন বলা হলেও এর ফলাফল ছিল একতরফা। নির্বাচনে ২৯৯ আসনের মাঝে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট পেয়েছিল ২৮৮টি আসন। অপরদিকে বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্ট পায় মাত্র সাতটি। বাকি তিনটি আসন পায় অন্যান্যরা।

বাংলাদেশের একটি এনজিও সুশাসনের জন্য নাগরিক- সুজনের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই নির্বাচন শুধু অংশগ্রহণমূলকই ছিল না, বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রার্থীও ছিল এই নির্বাচনে। এছাড়া, ভোট পড়ার হার বিবেচনায়ও এই নির্বাচন রেকর্ড গড়েছিল। সুজনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ১০ কোটি ৪১ লাখ ৫৬ হাজার ২৬৯ জন। ভোট দিয়েছেন ৮ কোটি ৩৫ লাখ ৩২ হাজার ৯১১ জন। শতকরা হারে যা ৮০ দশমিক ২০ শতাংশ। নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র ছিল মোট ৪০ হাজার ১৫৫টি। এর মাঝে ১০৩টি সংসদীয় আসনের ২১৩টি কেন্দ্রে ভোট পড়ার হার ছিল শতভাগ। পরিসংখ্যান বলছে, ভোট পড়ার দিক থেকে ১৯৯১ সালের পর অনুষ্ঠিত ছয়টি (১৯৯৬ সালের নির্বাচন বাদে) নির্বাচনের মাঝে এটিতেই সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট পড়েছিল।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০১৪)

এটি ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে হওয়া প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সে সময় নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ছিল ৪০টি। এর মধ্যে মাত্র ১২টি দল ভোটে ৫ জানুয়ারির সেই 'একতরফা' নির্বাচনে অংশ নেয়। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর উচ্চ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করে আওয়ামী লীগ। এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ অধিকাংশ বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচন বয়কটের প্রেক্ষাপটে অর্ধেকের বেশি আসনে ভোটগ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। বিরোধী দলবিহীন ওই নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৫৪ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিল। নির্বাচনের দিন ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৪৭টি আসনে এবং নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, তাতে ভোট পড়েছিল ১ কোটি ৭১ লাখ ২৯ হাজার। ওই নির্বাচনে ভোটার ছিল ৯ কোটি ১৯ লাখ ৬৫ হাজার ১৬৭ জন। আর ১৪৭টি নির্বাচনি এলাকায় ভোট পড়ার হার ছিল ৪০ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। এদিকে, সুজনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং অ্যালায়েন্স বা ফেমা এবং হিউম্যান রাইটস কমিশনের মতে, ওই নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ১০ শতাংশের মতো। যদিও নির্বাচন কমিশন এই দাবি নাকচ করেছিল।

১৯৯১ থেকে ২০০৮, 'গ্রহণযোগ্য' চার নির্বাচন

বলা হয়ে থাকে, এ যাবৎকালে বাংলাদেশে যতগুলো সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার মাঝে তুলনামূলক গ্রহণযোগ্য ছিল ১৯৯১, ১৯৯৬ (দ্বিতীয়), ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচন। তবে সাবেক নির্বাচন কমিশনার জেসমিন টুলী মনে করেন, 'গ্রহণযোগ্য' কথাটি আপেক্ষিক। "কারণ ২০০৮ সালের নির্বাচনকে সবাই ভালো নির্বাচন বললেও বিএনপি বলে যে, এখানে কারচুপি হয়েছে। আবার ২০০১ এর নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রশ্ন আছে।„

২০০৮ : 'সুষ্ঠু' নির্বাচন ও আ'লীগের ফিরে আসা

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। এতে আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ নিবন্ধিত ৩৮টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। কিন্তু ভোটে আওয়ামী লীগ এককভাবে জয়লাভ করে ২৩০টি আসনে। জাতীয় পার্টি ও অন্যান্য জোট শরিকসহ তাদের সর্বমোট আসন দাঁড়ায় ২৬২টি। পর্যবেক্ষকদের মতে, বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের ইতিহাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া ২০০৮ সালের নির্বাচনটি ছিল সর্বশেষ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। সেবার ভোটার ছিল আট কোটি ৮৭ হাজার তিনজন। ভোট পড়ে ৮৭ দশমিক ১৩ শতাংশ।

২০০১ : বিএনপির সর্বশেষ জয়

২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেবার ৫৪টি দলের অংশগ্রহণে দেশজুড়ে ৩০০ আসনে ভোটগ্রহণ হয়। সেই নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৭ কোটি ৪৯ লাখ ৪৬ হাজার ৩৬৪ জন। দেশের ২৯ হাজার

৯৭৮টি ভোটকেন্দ্রে ভোট পড়েছিল ৭৫ দশমিক ৫৯ শতাংশ। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ১৯৩টি আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিল। দলটি ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিল। এরপর সংঘাতময় এক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে সেনাবাহিনী। দেশে জারি করা হয় জরুরি অবস্থা। ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয় সেনাসমর্থিত একটি নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এর প্রায় দুই বছর পর ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯৬ : একই বছরে দুই নির্বাচন

ওই বছর দুইবার সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে সপ্তম সংসদ নির্বাচন বেশিরভাগ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচিত। তবে, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা ও বিতর্ক রয়েছে। দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়ায় অধিকাংশ বিরোধী দল সেটি বয়কট করে। কারণ তারা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চাইছিল। কিন্তু সেই দাবি উপেক্ষা করে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা হয় এবং ২৭৮টি আসনে জিতে সরকার গঠন করে বিএনপি। যদিও সেই সংসদ মাত্র ১২দিন স্থায়ী ছিল। সেবার মোট ভোটার ছিল ৫ কোটি ৬১ লাখ ৪৯ হাজার ১৮২ জন। দেশজুড়ে থাকা ২১ হাজার ১০৬টি ভোটকেন্দ্রে ভোট পড়ে ২৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ। পরে আন্দোলনের মুখে বিএনপি সরকার সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন পাস করে। সেই সরকারের প্রধান দায়িত্ব ছিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। পরে মাত্র চার মাসের কম সময়ের মধ্যে ওই বছরের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে সর্বমোট ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল। বলা হয়, আসন সংখ্যার বিচারে বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে জোরালো লড়াই হয়েছিল ওই নির্বাচনে। নির্বাচনে অন্তত ৮২টি দলের ৫৮৬ জন ও স্বতন্ত্র ২৮৪ জন প্রার্থীসহ ৮৭০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৪৬টি আসন এবং বিএনপি ১১৬টি আসন। জাতীয় পার্টি সেবার ৩২টি আসনে জয়লাভ করেছিল। সরকার গঠন করার জন্য কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে ২১ বছর পরে ক্ষমতার মঞ্চে ফিরে আসে আওয়ামী লীগ। ওই নির্বাচনে ৫ কোটি ৬৭ লাখ ১৬ হাজার ৯৩৫ জন ভোটার। সারা দেশে কেন্দ্র ছিল ২৫ হাজার ৯৫২টি। ভোট পড়ার হার ছিল ৭৪ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

১৯৯১ : বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন ছিল সেটি। যদিও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন সংবিধানের অংশ ছিল না, কিন্তু সবগুলো রাজনৈতিক দলের সম্মতির ভিত্তিতে সেটি করা হয়েছিল। ১৯৯১ সালে নির্বাচনের আগে প্রচারের সময় দুই প্রধান রাজনৈতিক দল পরস্পরের প্রতি খুব বেশি আক্রমণাত্মক ছিল না। তৎকালীন সংবাদপত্র পর্যালোচনা করে এ ধারণা পাওয়া যায়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আট দলীয় জোট, বিএনপির নেতৃত্বে সাত দলীয় জোট এবং বামপন্থি পাঁচ দলীয় জোট নির্বাচনে অংশ নেয়। তারা এরশাদবিরোধী আন্দোলনেও সক্রিয় ছিল। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঠিক হয়। নির্বাচনের আগের দিন রেডিও-টিভিতে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবউদ্দিন আহমদ বলেন, এবারের নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে বাধ্য। নির্বাচনের দিন বিপুলসংখ্যক মানুষ ভোটকেন্দ্রে হাজির হন। প্রায় সাড়ে ছয় কোটি ভোটারের মধ্যে ৫৫ শতাংশেরও বেশি ভোট পড়ে। নির্বাচনে কোথাও কোনো ধরনের সহিংসতা দেখা যায়নি। সেই নির্বাচনে বিএনপি ১৪০টি আসনে জিতে জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোট বেধে সরকার গঠন করে। তখন আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ৮৮টি আসন, জাতীয় পার্টি ৩৫টি। আর এই জয়ের মধ্যদিয়েই বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন খালেদা জিয়া।

চতুর্থ সংসদ নির্বাচন : এরশাদের পতন

বাংলাদেশের চতুর্থ সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তেসরা মার্চ ১৯৮৮ সালে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে বিএনপি, অধিকাংশ বড় দলই ওই নির্বাচন বর্জন করেছিল। মাত্র ৯টি দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল মাত্র ৫৪ দশমিক ৯৩ শতাংশ। আর ভোটার ছিল প্রায় পাঁচ লাখের কাছাকাছি সংখ্যক। সেই নির্বাচনে সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি জয়লাভ করে। কিন্তু মাত্র দুই বছর সাত মাসের মাথায় চতুর্থ সংসদ ভেঙে পড়ে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং বামপন্থি দলগুলোর, অর্থাৎ জোটের গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। সেজন্যই ওই দিনটিকে আওয়ামী লীগ 'গণতন্ত্র মুক্তি দিবস', বিএনপি 'গণতন্ত্র দিবস' এবং এরশাদের জাতীয় পার্টি 'সংবিধান সংরক্ষণ দিবস' হিসেবে পালন করে থাকে। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল এই দিনকে 'স্বৈরাচার পতন দিবস' হিসেবেও পালন করে থাকে।

তৃতীয় সংসদ নির্বাচন : এরশাদ শাসনামলের শুরু

১৯৮৬ সালের ১০ জুলাই বাংলাদেশের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের পেছনে লম্বা ইতিহাস আছে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হন। এই ঘটনার এক বছরেরও কম সময়ের মাথায়, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। তিনি নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার। আব্দুস সাত্তারকে পদত্যাগে বাধ্য করে এরশাদ নিজেই ১৯৮৩ সালে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তিনি 'জাতীয় পার্টি' নামে দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছয় মাসের মাথায় তিনি নির্বাচনের আয়োজন করেন, যাতে জাতীয় পার্টি জয়লাভ করে। ওই সময় মোট ভোটার ছিল প্রায় ৪ লাখ ৮০ হাজার এবং ভোট পড়ে ৪২ দশমিক ৩৪ শতাংশ। নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল ২৮টি দল। কিন্তু এই তৃতীয় সংসদ টিকে থাকে মাত্র ১৭ মাস।

দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন : বিএনপির জন্ম

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনটি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মধ্যদিয়েই সংসদীয় রাজনীতিতে একটি নতুন দলের শক্ত অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং বহুদলীয় রাজনীতির সূচনা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর দেশজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। ওই বছরের ৭ নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান হন ও ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। পরে ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ালে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)' নামে রাজনৈতিক দল গঠন করে বহুদলীয় রাজনীতির সূচনা করেন। এই সংসদ নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করে এবং ২০৭টি আসনে জয়লাভ করে। তখন বাংলাদেশের মোট ভোটার ছিল ৩ কোটি ৮৬ লাখ ৩৭ হাজার ৬৬৪ জন। আর ভোট পড়েছিল ৪৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ। নির্বাচনে ২৯টি দল অংশ নিয়েছিল তখন।

প্রথম সংসদ নির্বাচন : শেখ মুজিবকে হত্যা

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথে এই নির্বাচনটি ছিল একটি বড় পদক্ষেপ। ৩০০টি সংসদীয় আসনের জন্য অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয় এবং আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তখন দেশে ভোটার ছিল সাড়ে ৩ কোটিরও বেশি এবং তাদের ৫৫ শতাংশ ভোট দিয়েছিল। ওই নির্বাচনে কারচুপি ও ব্যালট ছিনতাইয়ের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটলেও, ওই নির্বাচনটির সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বড় কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। তবে প্রথম জাতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল মাত্র দুই বছর ছয় মাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। এর ধারাবাহিকতায় ওই বছরের ৬ নভেম্বর সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়, যার মাধ্যমে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে এক দীর্ঘ বিরতি শুরু হয়। এখানে উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ পরিচালিত হয়েছিল অস্থায়ী সরকার দিয়ে এবং নির্বাচনের আগে পর্যন্ত দেশে তখন অস্থায়ী সংসদ ছিল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠন করেন।

ভোটার উপস্থিতিই কি নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য বানায়?

নির্বাচন কমিশন ১২টি নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির যে হিসাব প্রকাশ করেছে সে অনুযায়ী, ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে বলে দেখা যায়। সেবার ৫ কোটি ৬১ লাখের বেশি ভোটারের মধ্যে ২৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ ভোট পড়ে। আর সবচেয়ে বেশি, ৮০ শতাংশের বেশি ভোট পড়ে ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। যদিও বাংলাদেশের ইতিহাসের বিতর্কিত নির্বাচনগুলোর মাঝে অন্যতম হলো ওই নির্বাচন। "তাই, ভোটার উপস্থিতি বেশি হওয়া মানেই এটা না যে, সেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য। আমাদের দেখতে হবে যে, উপস্থিতি স্বতঃস্ফূর্ত কি না। যেমন, ২০১৮ সালে ভোটার উপস্থিতি ছিল অনেক। কিন্তু সেই নির্বাচন নিয়ে তো অনেক প্রশ্ন আছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল আলীম। তার মতে, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বড় একটা বিষয়। "আমরা যদি আগে থেকেই জানি যে, কে জয়ী হতে যাচ্ছে, তাহলে তো হলো না। আমরা সেই নির্বাচনকে বলি মিনিংলেস (অর্থহীন) নির্বাচন। যেমন, ২০১৪ সালে আমরা জানতাম যে, কে জিততে যাচ্ছে। আর, নির্বাচন মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর। সুতরাং, নির্বাচনে দলগুলোর সমান অংশগ্রহণও এখানে জরুরি। অর্থাৎ, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হতে হবে,„ যোগ করেন তিনি।

এ সময় তিনি ২০২৪ সালের নির্বাচনকে "বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচন„ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, "ওই নির্বাচনে ডামি প্রার্থী ছিল অনেক। মানে, একই দলের একাধিক প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। এটা অন্য নির্বাচনের চেয়ে আলাদা। এসব কারণেই ভোটার উপস্থিতি কম ছিল।„ আব্দুল আলীম বলছিলেন, নির্বাচন যখন অংশগ্রহণমূলক হয় না, তখন ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যেতে আগ্রহী হয় না। পাশাপাশি, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর ভোটারদের আস্থা থাকাও এখানে জরুরি। এই নির্বাচন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনের দিনগুলোতে নির্বাচনের মাঠকে শতভাগ সমতল রাখা উচিত। আর কোনো অভিযোগ উঠলে সেটিকে উড়িয়ে না দিয়ে নির্বাচন কমিশনের উচিত, সেটিকে যাচাই করে দেখা। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

ডিম ছোঁড়াকে কেন বিশ্ব রাজনীতিতে প্রতিবাদ হিসেবে দেখা হয়?

কোনো ব্যক্তির ওপর ডিম নিক্ষেপ করে ক্ষোভ প্রকাশের বা প্রতিবাদ জানানোর উদাহরণ কেবল বাংলাদেশেই নয়, বরং বিশ্বের বহু দেশেই রয়েছে। বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার সময় ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী ও এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনা নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে। ডিম নিক্ষেপের মতো কাজকে অনেকে অশোভন বা অন্যায় আচরণ মনে করলেও, এর পেছনে রয়েছে অনেক পুরোনো বৈশ্বিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস। প্রতিবাদের এই রূপ, যা 'এগিং' নামেও পরিচিত, তা কেবল ক্ষোভ প্রকাশ নয়, বরং কখনও কখনও রাজনীতিতে বার্তা পৌঁছে দিতেও ব্যবহৃত হয়। ভিন্নমত প্রদর্শন এবং কাউকে অপমান, অবমাননা, অশ্রদ্ধা, অসম্মান করার হাতিয়ার হিসেবেও ডিম নিক্ষেপের মতো পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাজপরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী বা মন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, এমন ব্যক্তিদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতেও ডিম ছোঁড়ার ইতিহাস রয়েছে। আর কেবল ডিমই নয়, বরং পচনশীল খাদ্যদ্রব্য ছোঁড়ার প্রচলনও মধ্যযুগ থেকেই। প্রতিবাদ করতে কোনো ব্যক্তির মুখে বা গায়ে ডিম ছাড়াও শালগম বা টমেটোর মতো সবজি, কেক বা চকলেটও ছুঁড়ে মারার ইতিহাস রয়েছে।

ডিম ছোড়া ঠিক কবে থেকে প্রতিবাদের অংশ?

প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ডিম বা যে-কোনো সবজি বা পচনশীল বস্তু ছুঁড়ে মারার যে ইতিহাস পাওয়া যায়, সেটা বেশ পুরোনো। প্রাচীন যুগে শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হতো বা প্রতিবাদ জানানো হতো বিভিন্ন খাবার ছুঁড়ে। রোমান শাসক ভেসপাসিয়ানের কঠোর নীতির কারণে ৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষুব্ধ জনগণ তার ওপর শালগম ছুঁড়ে মেরেছিল বলে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যযুগে ঘৃণা ও শাস্তির অংশ হিসেবে কারাবন্দিদের ওপর ডিম ছুঁড়ে মারার নজির রয়েছে। বন্দিদের একটি নির্দিষ্ট কাঠের ফ্রেমে বেধে রাখা হতো এবং বিক্ষুব্ধ জনগণ তাদের ওপর ডিম ছুঁড়ে মারতো। ক্ষোভ, ঘৃণা বা প্রতিবাদের এই রীতি এক পর্যায়ে থিয়েটার জগতেও ছড়িয়ে পড়ে। এলিজাবেথীয় যুগে থিয়েটারে অভিনেতাদের অভিনয়ে সন্তুষ্ট না হলে বা খারাপ অভিনয়ের প্রতিবাদে তাদের ওপর পচা ডিম ছুঁড়তো দর্শকরা। ইংরেজ লেখিকা জর্জ এলিয়ট ১৮৩০ এর দশকের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস 'মিডলমার্চ' এও ডিম ছোঁড়ার ঘটনা রয়েছে। এই উপন্যাসের চরিত্র মি. ব্রুক নির্বাচনি ভাষণের সময় 'অপমানকর' এই ঘটনার শিকার হন। "অপ্রত্যাশিতভাবে একটি ডিম এসে মি. ব্রুকের কাঁধে ভাঙলো.... এরপর যেন ডিমের শিলাবৃষ্টি নামলো। মূলত তার ছবিকে লক্ষ্য করেই ছোড়া হচ্ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে অনেকটা কাকতালীয়ভাবে যেন আসল ব্যক্তিকেও আঘাত করা হচ্ছিল,„ মি. ব্রুককে ডিম নিক্ষেপ করে কীভাবে অপমান করা হয়েছিল, তা মিজ এলিয়টের বইয়ে ঠিক এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজা থেকে রাজনৈতিক কর্মী, বাদ নেই কেউ

ব্রিটেনে প্রতিবাদ জানাতে ডিম ছুঁড়ে মারার ইতিহাস দীর্ঘ। ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস এবং কুইন কনসর্ট ক্যামিলা ২০২২ সালের ৯ নভেম্বর ইয়র্কের মিকলগেট বারে এক রাজ সফরের সময় ডিম ছুঁড়ে মারার মতো ক্ষোভের মুখে পড়েন। প্যাট্রিক থেলওয়েল নামে ২৩ বছর বয়সি এক যুবক রাজাকে লক্ষ্য করে পাঁচটি ডিম ছুঁড়ে মারেন। সেসময় তিনি ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তবে, একটি ডিমও রাজার গায়ে লাগেনি। সবগুলো ডিমই তার আশেপাশে পড়েছিল, অর্থাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। পরে ইয়র্কের এক ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মি. থেলওয়েলের বিচার হয়। রাজার দিকে ডিম ছুঁড়ে মারার কথা স্বীকার করে তিনি দাবি করেছিলেন, এটা ছিল "লফুল ভায়োলেন্স বা আইনি সহিংসতা।„ পরে জনশৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন মি. থেলওয়েল। যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ১৯৯০ সালের নির্বাচনে এবং তার আগে ছাত্র আন্দোলনের সময় ডিম হামলার শিকার হয়েছিলেন। যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জন মেজর ১৯৯২ সালের মে মাসে সাউদাম্পটনে একটি নির্বাচনি প্রচারণার সময় এমন ঘটনার শিকার হন। ক্ষুব্ধ একজন ব্যক্তির ছোঁড়া ডিম সরাসরি তার মুখে এসে লাগে। ২০০১ সালে নর্থ ওয়েলসে ব্রিটেনের তৎকালীন ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার জন প্রেসকটকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়েন একজন খামার শ্রমিক। একেবারেই নিখুঁত ছিল ওই শ্রমিকের নিশানা। এই ঘটনায় মি. প্রেসকটও সরাসরি ওই শ্রমিকের মুখে ঘুষি মারেন। ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টির নেতা নিক গ্রিফিন

২০০৯ সালের ৯ জুন সংসদের বাইরে এক সংবাদ সম্মেলন করার সময় ডিম হামলার শিকার হন। পরে ওই সংবাদ সম্মেলনটি আর করেননি তিনি।

২০১০ সালের ২১ এপ্রিল বিবিসি নিউজে প্রকাশিত এক খবরে দেখা যায়, কনজারভেটিভ নেতা ডেভিড ক্যামেরনও ডিম হামলার শিকার হয়েছিলেন। সেসময় একজন কিশোর নির্মাণ শ্রমিকের ছোড়া ডিম তার কাঁধে লেগেছিল। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এবং লেবার পার্টির নেতা এড মিলিব্যান্ডও এমন ক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন। ২০১৩ সালে সাউথ লন্ডনের ওয়ালওয়ার্থ মার্কেটে হাঁটার সময় ডিম হামলার শিকার হয়েছিলেন। যুক্তরাজ্যের ইনডিপেনডেন্স পার্টির নেতা নাইজেল ফারাজ নটিংহামে নির্বাচনি এক সমাবেশে ২০১৪ সালে এমন ডিম হামলার শিকার হন। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে কনজারভেটিভ পার্টির শরৎকালীন সম্মেলনে ২০১৫ সালের ৪ অক্টোবর, প্রথম দিনে পৌঁছানোর সময় একজন তরুণ টোরি প্রতিনিধিকে ডিম ছুঁড়ে মারা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশের নজির

অন্যান্য দেশেও ডিম ছুড়ে প্রতিবাদের নজির আছে অনেক। যুক্তরাষ্ট্রে হলিউড তারকা থেকে রাজনীতিবিদ বনে যাওয়া আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার ২০০৩ সালে এমন প্রতিবাদের শিকার হন। ক্যালিফোর্নিয়ায় গভর্নর পদে নির্বাচনের প্রচারণার সময় এক জনসভায় এক ব্যক্তি তার ওপর ডিম ছুঁড়ে মারেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণার সময় ২০০৪ সালে ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ এমন আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। প্রথমে অনেকেই ইট ছোঁড়া হয়েছে ভেবে তাকে আঘাত পাওয়ার সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা যায় সেটা ডিম ছিল। অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ নির্বাচনের আগে প্রচারণা চলাকালীন সময়ে ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনকে লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়েছিলেন এক ব্যক্তি। ডিমটি মি. মরিসনের মাথায় লাগলেও সেটি ভাঙেনি। বিবিসির সে সময়ের এক খবরে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ ২৫ বছর বয়সি এক নারীকে এ ঘটনায় গ্রেফতার করেছিল। ২০২২ সালে উত্তর ফ্রান্সে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনি প্রচারণার সময় ক্ষোভের মুখে পড়েন অতি ডানপন্থি দল ন্যাশনাল র‍্যালির নেতা মেরিন লে পেন। ডিমটি মিজ পেনের গায়ে পড়ার আগেই দেহরক্ষী তা ধরে ফেলেন।

ডিম ছাড়া প্রতিবাদের অন্য যে-সব উপকরণ

ইরাক যুদ্ধের সময় ২০০৮ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশকে লক্ষ্য করে জুতা ছুঁড়ে ব্যাপক আলোচিত হন ইরাকি সাংবাদিক মুনতাধার আল জাইদি। একটি সংবাদ সম্মেলন চলার সময়ে প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে মি. জাইদি দুইটি জুতা ছুড়ে মারেন। কিন্তু তিনি সরে যাওয়ায় সেগুলো তার গায়ে লাগেনি। এই ঘটনায় তিন বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল ওই সাংবাদিকের। পূর্ব এশিয়ায় প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে কারো প্রতি ক্ষোভ জানাতে তার ওপর জুতা ছোঁড়া হয়। কারো ওপর দই ছুড়ে মেরে যে প্রতিবাদ করা হয় গ্রিসে সেটি 'ইয়াউরটামা' নামে পরিচিত। রাশিয়া ও ইউক্রেনে নুডলস কানে ঝুলিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। এর মাধ্যমে তাকে বিদ্রুপাত্মকভাবে উপস্থাপন ও ব্যঙ্গ করা হয়। ইউক্রেন নিয়ে বিতর্কিত তথ্য উপস্থাপন করায় রাশিয়ান কনস্যুলেটের গেটে নুডলস ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো ইউক্রেনিয়ানরা। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান অ্যাসেম্বলির ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীকে চেয়ারের হাতল ও পেপারওয়েট ছুঁড়ে মারা হয়। আহত অবস্থায় রক্তক্ষরণের পরে মারা যান মি. আলী।

বাংলাদেশে ডিম নিক্ষেপের যে-সব ঘটনা

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বিশ্বব্যাপী মানুষ ক্ষোভ প্রকাশের অংশ হিসেবে ডিমসহ বিভিন্ন কিছু ঢিল ছুড়ে মারার যে আচরণ দেখা যায়, বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ ঘটনার ভয়াবহতা বোঝাতে আশির দশকের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, সেই তুলনায় ক্ষোভ প্রদর্শনের অহিংস পন্থা কারো গায়ে ডিম ছোড়া। রাজধানীর পল্টনে বায়তুল মোকাররমের সামনে ১৯৮০ সালের মে মাসে খন্দকার মোশতাক আহমেদের রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক লীগের এক সমাবেশে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ওই সমাবেশে বিষধর সাপও ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন মি. আহমদ। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে গত বছরের ২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে যান এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও তার দলের কয়েকজন নেতা। সেখানে পৌঁছেই জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মি. হোসেন ডিম নিক্ষেপের মতো এমন প্রতিবাদের মুখে পড়েন। ডিমটি তার পিঠে পড়ে ভেঙে গেছে, এমন ভিডিও সে সময় ভাইরাল হয়। এই ঘটনায় মামলাও দায়ের করা হয়। নিউ ইয়র্ক পুলিশ আওয়ামী লীগের এক কর্মীকে আটক করে সে সময়। এই দলেরই আরেক নেতা নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী মঙ্গলবার বাংলাদেশে এক সমাবেশে গেলে তার ওপর ডিম ছুড়ে মারা হয়। শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর গ্রেফতার তার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং আইনমন্ত্রী আনিসুল হকও মানুষের ক্ষোভের শিকার হন।

২০২৪ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকার একটি বিচারিক আদালতে হাজির করা হলে বিক্ষুব্ধ আইনজীবীরা তাদের ওপর জুতা ও ডিম নিক্ষেপ করে। কয়েকটি ডিম মি. হকের হেলমেটেও লাগে। এছাড়া, আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও লোকসংগীত শিল্পী মমতাজ বেগমও মানিকগঞ্জ আদালতে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন। বিভিন্ন স্লোগান দেওয়ার

সাথে সাথে মিজ বেগমের ওপর ডিম ও জুতা নিক্ষেপ করে বিক্ষুব্ধ মানুষ। গত বছর জুনে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদাকে ঢাকায় তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে হেনস্তা করে একদল লোক। ওই সময় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, নানাভাবে হেনস্তাসহ কেউ কেউ নূরুল হুদার দিকে ডিম ছুড়ে মারছে। পরে মি. হুদাকে পুলিশের হাতেও তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এই প্রতিবাদের অর্থ কী?

লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ জানান, বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ বা ক্ষোভ প্রকাশের এই ভাষা দেহে বা শারীরিকভাবে আঘাতের উদ্দেশ্যে নয়, বরং সামাজিকভাবে হেয় করার জন্য করা হয়। এটা মূলত অহিংস প্রতিবাদ বলে উল্লেখ করেন মি. আহমদ। "যার ওপর ডিম ছুড়ে মারা হয়, এটাকে একটা অপমান হিসেবে দেখা হয়। এখানে ব্যাপারটা দেহে আঘাত পাওয়ার চাইতে ইজ্জতে আঘাত পাওয়াটা বেশি প্রমিনেন্ট হয়। তাকে সামাজিকভাবে হেয় করার উদ্দেশ্যে করা হয়„ বলেন মি. আহমদ। মি. আহমদ বলছিলেন, একটা সময় ক্ষোভ প্রকাশ করতে বাংলাদেশে পচা ডিম ছুড়ে মারা হতো। এখন আর সেটা শোনা যায় না। এসবই এই প্রতিবাদের ভাষার প্রতীকী তাৎপর্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি। মি. আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সবসময় যে রাজনৈতিক প্রতিবাদের অংশ হিসেবে ডিম ছোড়া হয় বিষয়টি এমন নয়। অনেক সময় মানুষ কেবল অপরের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করতেই এটা করে।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

'হ্যাঁ' জয়ী হলে কি জুলাই সনদ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হবে, গণভোটে 'না' জয়ী হলে কী হবে?

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের সাথেই অনুষ্ঠিত হবে গণভোট; অর্থাৎ এবার বাংলাদেশের ভোটারদের দিতে হবে দুইটি ভোট। কিন্তু অনেকের কাছেই এখন পর্যন্ত গণভোটের বিষয়বস্তু স্পষ্ট নয়। বিশেষ করে, গণভোটে 'হ্যাঁ' এবং 'না'-এর জয় পরাজয়ের সাথে জুলাই সনদের সম্পর্ক কতটুকু, কিংবা 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত হলেই বা সনদের কতখানি বাস্তবায়ন হবে, তা নিয়েও ভোটারদের মনে আছে সংশয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আলী রীয়াজের ভাষ্যে, এবারের গণভোটটি হবে মূলত সাংবিধানিক গণভোট অর্থাৎ, জুলাই সনদে অনেকগুলো সংস্কার প্রস্তাব থাকলেও, গণভোট হবে কেবল সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত ৩০টি প্রস্তাব নিয়ে। যদিও গণভোটের ব্যালটের চারটি প্রস্তাবের শেষটিতে অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাকি সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আইনজ্ঞদের অনেকে বলছেন, পুরো বিষয়টি নিয়ে এক ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী মনজিল মোরশেদ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের কথা বলা হচ্ছে এবং একইসাথে গণভোটের ব্যালটে চারটি বিষয় রাখা হবে। সেখানে চার বিষয়ের বাইরে অন্যগুলো ব্যালটে থাকছে না। সে কারণেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন মি. মোরশেদ।

এদিকে গণভোটে 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। এতে জয়ের বিষয়ে দলটি আশাবাদী। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, সাংবিধানিক সংস্কার না হলে বাকি প্রস্তাব বাস্তবায়ন হওয়া বা না হওয়ায় খুব বেশি গুণগত পরিবর্তন আসবে না। অন্যদিকে বিএনপি বলছে, গণভোটটি হচ্ছে আইনের ভিত্তিতে। যেহেতু জুলাই সনদের অঙ্গীকারনামায় তারা স্বাক্ষর করেছে, তাই তা বাস্তবায়নে দলটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতার চেয়ে নৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়কে সামনে আনছে তারা।

রাজনৈতিক দলগুলো 'নৈতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ'

বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে সংস্কার আনতে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় মোট ১১টি কমিশন গঠন করা হয়। সেই কমিশনের সুপারিশ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বৈঠকে বসে ঐকমত্য কমিশন। সেখানে মোট ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে কিছু প্রস্তাবে সব দল একমত হয়, কিছু বিষয়ে ভিন্নমতের কারণে 'নোট অব ডিসেন্ট' দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবগুলোকে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করে কমিশন। প্রথম অর্থাৎ 'ক' অংশে রাখা হয়, সংবিধান সংস্কার সাপেক্ষে ৪৭টি প্রস্তাব আর 'খ' অংশে রাখা হয় আইন বা অধ্যাদেশ, বিধি ও নির্বাহী আদেশের ৩৭টি প্রস্তাব। আলী রিয়াজ বলছেন, এর মধ্যে কেবল সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৩০টি প্রশ্ন নিয়ে হবে এবারের গণভোট। "গণভোটে জুলাই সনদের ৪৮টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো সংবিধান সংশ্লিষ্ট„ বলছিলেন অধ্যাপক রীয়াজ। তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

এর আগে, জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫-এর ১৩ ধারায় এটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, "জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা অনুসারে সংবিধানে জুলাই জাতীয় সনদ অন্তর্ভুক্ত হইবে।„ আর অঙ্গীকারনামায় "নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং পূর্ণাঙ্গভাবে সংবিধানে তফশিল হিসেবে বা যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত„ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, যেখানে স্বাক্ষর করে রাজনৈতিক দলগুলোও।

এছাড়া, গণভোটের ব্যালটে উল্লিখিত চারটি বিষয়ের শেষটিতে "জুলাই সনদে বর্ণিত অন্যান্য সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে„ বলে লেখা থাকবে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, গণভোটের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ

জুলাই সনদ নাকি সনদের কেবল একটি অংশ বাস্তবায়ন হবে? এ নিয়ে আলী রীয়াজ বিবিসি বাংলাকে বলেন, জুলাই সনদের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা হয়েছে এবং তারা এটি বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। তবে দেশের সব মানুষ রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট নন। এমন প্রেক্ষাপটে জনসাধারণের মতামত নিয়ে জুলাই সনদকে আরও শক্তিশালী ভিত্তি দেওয়ার লক্ষ্যেই গণভোটের আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। এক্ষেত্রে সংবিধান বিষয়ক সংস্কারকে 'মৌলিক' হিসেবে ব্যাখ্যা করে আলী রীয়াজ বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো ইতোমধ্যে "নৈতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।„

বাড়তি হিসেবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ এবং উপ-অনুচ্ছেদ পরিবর্তন বিষয়ক প্রস্তাবগুলো জনগণের সামনে উপস্থাপন করে তাদের মতামত চাওয়া হচ্ছে। "গণভোটে যদি সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সম্মতি না পাওয়া যায়, তাহলে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্মতির প্রশ্নটা থেকে যাবে। মূল বিষয়গুলোতো সংবিধান সংশ্লিষ্ট। ফলে সেগুলো বাস্তবায়ন না করে বাকিগুলো কি বাস্তবায়ন করা যাবে? এক অর্থে করা যায়। করার ক্ষেত্রে বাধা থাকছে না কোনো অবস্থাতেই,„ বলছিলেন তিনি। "গণভোটের মধ্যদিয়ে জনগণের সম্মতি পেলে রাজনৈতিক দলগুলো নিঃসন্দেহে এগুলো বাস্তবায়ন করবে, এমন অঙ্গীকার তাদের আছে।„

তবে গণভোটে যদি সম্মতি না পাওয়া যায়, আলী রীয়াজের মতে, সবচেয়ে বড় যে সমস্যা হবে সেটা হচ্ছে, সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। "যদিও তারা অঙ্গীকারবদ্ধ এটা বাস্তবায়ন করতে, তখন কিন্তু বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতার জায়গাটা দুর্বল হয়ে যাবে,„ বলেন তিনি। অধ্যাপক রীয়াজ আরও জানান, সংবিধান সংস্কারের বাইরে থাকা আইন/অধ্যাদেশ, বিধি ও নির্বাহী আদেশের মধ্যে যে-সব প্রস্তাব অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে করা সম্ভব, সেগুলো করা হয়েছে। সংসদ অধিবেশন শুরু হলে ৩০ দিনের মধ্যে সেগুলো আইনে পরিণত করতে হবে।

বিএনপি-জামায়াতের অবস্থান

গণভোটে `হ্যাঁ, ভোটের পক্ষে জোর প্রচারণা চালাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। `হ্যাঁ, ভোটে জয়ের বিষয়ে বেশ আশাবাদীও তারা। দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি রচনার জন্য গণভোট হবে এবং তা সনদের ভিত্তি শক্তিশালী করবে। "সংবিধান হলো মৌলিক সংস্কার। এই মৌলিক সংস্কারের জায়গাটাই সবার দাবি ছিল। সেটা হয়ে গেলে, বেশিরভাগ সংস্কার হয়ে যাবে। আর এটা যদি না হয়, অন্যান্য খুচরা জিনিসগুলো সংস্কার করে খুব বেশি গুণগত পরিবর্তন রাষ্ট্রে আসবে না,„ বলছিলেন তিনি। `হ্যাঁ, ভোট জয়ী হলে, পরবর্তী সংসদে একটি 'কন্সটিটিউশনাল পরিষদ' গঠন হবে, যা কাউন্সিল হিসেবে কাজ করবে। এ সময়ই প্রস্তাবগুলো অনুমোদন হয়ে চূড়ান্ত রূপ নেবে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়টিকে নৈতিক দৃষ্টিতে দেখছে বিএনপি। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, আইনের ভিত্তিতে এই গণভোট হচ্ছে। ফলে হ্যাঁ জয়ী হলে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়টি চলে আসবে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ায় দলটি তা করবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

গণভোট যে-সব বিষয়ে

২০২৪ সালের ১৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছিলেন, চারটি বিষয়ের ওপর করা একটি প্রশ্নেই 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোট দেবেন ভোটাররা। গণভোটের ব্যালটে যে চারটি বিষয়ের ওপর প্রশ্নটি করা হবে, সেগুলোও পড়ে শোনান তিনি।

বিষয়গুলো হলো-

১. নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে।

২. আগামী সংসদ হবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে।

৩. সংসদে নারীর প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিতকরণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্থানীয় সরকার-সহ বিভিন্ন বিষয়ে যে ৩০টি প্রস্তাবে জুলাই জাতীয় সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমত হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী দলগুলো বাধ্য থাকবে।

৪. জুলাই সনদে বর্ণিত অন্যান্য সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।

গণভোটে চারটি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করা হবে, "আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলোর প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করছেন?„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

এনএইচকে-এর নতুন প্রেসিডেন্টের লক্ষ্য আরও শক্তিশালী কনটেন্ট এবং আন্তর্জাতিক উপস্থিতি

এনএইচকে-এর নতুন প্রেসিডেন্ট ইনোউয়ে তাৎসুহিকো বলেছেন যে, গণসম্প্রচার কেন্দ্রটির কনটেন্টের উন্নয়ন ও প্রচারের ক্ষমতা মৌলিকভাবে শক্তিশালী করার পাশাপাশি, এর আন্তর্জাতিক উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য তিনি কাজ করবেন। তিনি জোর দিয়ে এও বলেন যে, তিনি রাজস্ব ফি আদায় হ্রাসের ইতি ঘটাতে চান। বুধবার প্রসিডেন্ট হিসেবে তার উদ্‌বোধনী সংবাদ সম্মেলনে ৬৮ বছর বয়সি ইনোউয়ে এই মন্তব্য করেন। তিনি গত রবিবার তিন বছরের জন্য এই পদ গ্রহণ করেন। ইনোউয়ে ২০২৩ সাল থেকে এনএইচকে-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এর আগে, নির্বাহী বোর্ডে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রতিষ্ঠানটির রাজনৈতিক সংবাদ বিভাগ এবং অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধান ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, এনএইচকে-এর কনটেন্টের শক্তিই এর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের উৎস এবং এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইনোউয়ে এও বলেন যে, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের পরিবেশ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, তিনি চান এনএইচকে আরও সক্রিয় হোক। কারণ এর টেকসই অবস্থানের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে কনটেন্টের উন্নতি। তিনি এনএইচকে-এর নাগরিক সেবা প্রদানকারী গণমাধ্যম সংস্থার ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। সঠিক ও ন্যায্য সংবাদ প্রতিবেদন পরিবেশনের পাশাপাশি, বিনোদন, শিক্ষা এবং খেলাধুলার মতো মানুষের জীবনের জন্য অর্থবহ বিভিন্ন ধারার কন্টেন্ট সরবরাহ করার মাধ্যমে যেটি করতে হবে।(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ২৯.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের গণভোটে `হ্যাঁ, বা `না,-এর পক্ষে প্রচার দণ্ডনীয় : ইসি

নির্বাচন কমিশন (ইসি) বলেছে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি গণভোটের বিষয়ে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করতে পারবেন, কিন্তু `হ্যাঁ, বা `না, ভোট দেওয়ার জন্য জনগণকে কোনোভাবে আহ্বান জানাতে পারবেন না। আজ (বৃহস্পতিবার) সব রিটার্নিং কর্মকর্তাকে দেওয়া এক চিঠিতে ইসি এ কথা বলেছে। চিঠিতে আরো বলা হয়, এ ধরনের কার্যক্রম গণভোটের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে, যা গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ধারা ২১ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ৮৬ অনুযায়ী, এটি দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। রিটার্নিং কর্মকর্তাদের এ বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন একইসঙ্গে জুলাই জাতীয় সনদের সংবিধান-সম্পর্কিত সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন প্রশ্নে গণভোট হবে। সরকার ইতোমধ্যে `হ্যাঁ, ভোটের পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে। সরকারের উপদেষ্টাদের পাশাপাশি, বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানও প্রচারে অংশ নিচ্ছে।

একটি পক্ষ নিয়ে প্রচার চালানোর সুযোগ আছে কি না, এ প্রশ্ন বেশ কিছুদিন ধরে আলোচিত ছিল। প্রসঙ্গত, গণভোট অধ্যাদেশের ২১ ধারায় বলা আছে, "ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান মোতাবেক যে-সব কার্য অপরাধ ও নির্বাচনি আচরণবিধির লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য, একই ধরনের কার্য গণভোটের ক্ষেত্রেও যতদূর প্রযোজ্য, অপরাধ ও আচরণবিধির লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান প্রয়োগ করিয়া এখতিয়ার সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত অপরাধের বিচার এবং আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।„ অন্যদিকে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৮৬ ধারায় বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করলে তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ বছর ও সর্বনিম্ন এক বছর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৯.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

রুমিনের প্রচারণায় যুক্ত থাকায় সরাইলে বিএনপির ৭১ সদস্যের কমিটি স্থগিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থীর বিপক্ষে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানার পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেওয়ায়, সরাইলের শাহজাদাপুর ইউনিয়ন শাখা বিএনপির ৭১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল (বুধবার) রাতে উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক এ বি এম সালাউদ্দিন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ স্থগিতাদেশ দেওয়া হয় বলে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দৈনিক প্রথম আলো জানিয়েছে। এর আগে, গত মঙ্গলবার শাহবাজপুর ইউনিয়ন শাখা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকসহ ছয় নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করে উপজেলা বিএনপি। দলীয় ও স্থানীয়দের সূত্র উদ্ধৃত করে প্রথম আলো জানায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুরুর পর থেকে শাহজাদাপুর ইউনিয়ন বিএনপির অধিকাংশ নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার প্রচারণায় যুক্ত

আছেন। আজ বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সরাইল উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনিছুল ইসলাম বলেন, "ওই কমিটির অধিকাংশ সদস্য আমাদের প্রার্থীর পক্ষে সন্তোষজনক ভূমিকা পালন করছেন না। অনেকে আবার দলীয় শৃঙ্খলা অনুযায়ী কাজ করছিলেন না। এ কারণে সবার সতর্কতা নিশ্চিত করতে ওই কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। আশা করি, তারা এবং অন্যরা দলীয় শৃঙ্খলায় ফিরে আসবে। তখন তাদের কমিটির কার্যক্রম ফিরিয়ে দেওয়ার বিবেচনা করা হবে।„ এ আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী হয়েছেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মওলানা জুনায়েদ আল হাবিব, তিনি খেজুরগাছ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৯.০১.২০২৬ রুবাইয়)

ফেসবুকে প্রচারে বিএনপির খরচ ৩৭ লাখ, জামায়াতের ১৩ লাখ

বাংলাদেশের দলগুলি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারের দিকে ঝুঁকেছে। গত এক মাসে ফেসবুকে ৫২ হাজার ডলারের বেশি ব্যয় করেছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থী ও সমর্থকেরা। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ৬৪ লাখ টাকার মতো। ফেসবুকের মালিকানা প্রতিষ্ঠান মেটার অ্যাড লাইব্রেরির `সোশ্যাল ইস্যুস, ইলেকশনস অ্যান্ড পলিটিকস, ক্যাটাগরির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পর, গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ৩০ দিনে এই অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ১১২টি পেজের মধ্যে অন্তত ৫০টি থেকে বিএনপির পক্ষে প্রচারে ব্যয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে জামায়াতে ইসলামী। অন্তত ৩৩টি পেজ থেকে ব্যয় করা হয়েছে দলটির প্রচারে। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, এবি পার্টির মতো দলের পাশাপাশি, স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও রয়েছেন এমন প্রচারে। দল হিসেবে বিএনপির পক্ষে প্রচার চালানো ৫০টি পেজের জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ৩০ হাজার ৯১৬ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ৩৭ লাখ ৭১ হাজার টাকা। ব্যক্তি হিসেবে ব্যয়ে এই দলে এগিয়ে রয়েছেন চট্টগ্রাম-৭ আসনের প্রার্থী হুম্মাম কাদের চৌধুরী। গত এক মাসে তার পেজ থেকে ব্যয় হয়েছে ৪ হাজার ২০০ ডলার (৫ লাখ টাকার বেশি)। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জামায়াতে ইসলামী, তারা ৩৩টি পেজের জন্য মোট খরচ করেছে ১১ হাজার ২২২ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১৩ লাখ ৬৯ হাজার টাকা। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, এবি পার্টির মতো দলের পাশাপাশি, স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও রয়েছেন এমন প্রচারে। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে `জামায়াত ঢাকা-১৫, মিরপুর-কাফরুল, পেজ থেকে ১ হাজার ৪৪৭ ডলার (১ লাখ ৭৬ হাজার টাকা)। এই আসনে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান প্রার্থী। দলটির ঢাকা-১৬ আসনের প্রার্থী মো. আবদুল বাতেনের পেজ থেকে ব্যয় হয়েছে ৯২৬ ডলার (১ লাখ ১২ হাজার টাকা)। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৯.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

সংখ্যালঘুরা শঙ্কায়, ভোট দিতে নিরুৎসাহিত হতে পারে : `হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য, পরিষদ

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ভোট দিয়ে নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে চায়। তবে কোনোভাবেই জীবন-জীবিকা-সম্পদ ও সম্ভ্রম নিয়ে তাদের শঙ্কা ও উদ্বেগ কাটছে না। আজ এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ `হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য, পরিষদ। সংগঠনটি আরো বলছে, এই শঙ্কা ও উদ্বেগ ভোট প্রদানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিরুৎসাহিত করতে পারে। `চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে, সামনে রেখে আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এমনটি জানায় `হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য, পরিষদ। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট দিতে নিরুৎসাহিত হওয়ার দায় নিতে হবে সরকার, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোকে। এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনে নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের দৃঢ় ভূমিকা কামনা করা হয় লিখিত বক্তব্যে। `হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য, পরিষদ বলেছে, নির্বাচনের আর মাত্র ১৪ দিন বাকি। এখনো গত বছরের মতো চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম ২৭ দিনে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ৪২টি। এর মধ্যে হত্যার ঘটনা ১১টি। পরিষদ আরো বলেছে, সারা দেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বিশেষ করে, নারীরা প্রতিনিয়ত ভীতি এবং আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীরা নিজ অবস্থানে থেকে স্বাভাবিকভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছেন না। এ অবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছে। এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণভোটের নামে যুক্ত হয়েছে `হ্যাঁ, ও `না, ভোট। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এর পক্ষে সরকার ও নির্বাচন কমিশন সরাসরি প্রচার চালাচ্ছে। এটিকে দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক এবং নিতান্তই পক্ষপাতদুষ্ট বলছে ঐক্য পরিষদ।

তারা মনে করে, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের সংবিধান আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। এটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সম-অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং এই পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিরাপদে ভোটকেন্দ্রে যাওয়া এবং তার নিজ পছন্দ অনুযায়ী ভোট প্রদান একটি বড় চ্যালেঞ্জ

বলেও মনে করে পরিষদ। এ অবস্থায় `হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য, পরিষদ সংবাদ সম্মেলন থেকে সাত দফা দাবি জানায়। এগুলো হলো:

প্রথমত, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারে। প্রার্থী হওয়ার কারণে যেন কোনো রকম বাধার সম্মুখীন না হতে হয়। নির্বাচনি প্রচারে অংশগ্রহণে সমান সুযোগ যেন পায়, তার জন্য নির্বাচন কমিশনকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচনি প্রচারে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হোক। যদি কোনো প্রার্থী বা কোনো দল নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করে, তবে তার শাস্তির বিধান রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু ও নৃ-গোষ্ঠীর নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে ভোটদানের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হোক। প্রয়োজনে সেনাবাহিনী নিয়োগের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হোক।

চতুর্থত, নির্বাচনের পূর্বাপর সময়কালে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জননিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের তাগিদে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে `ঝুঁকিপূর্ণ, এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে পুলিশ, আনসার ইত্যাদি মোতায়েনের পাশাপাশি সেনাবাহিনী, র□যাব, বিজিবির নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা করা হোক। নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য একটি `মনিটরিং সেল, গঠন করতে হবে।

পঞ্চমত, নির্বাচন কমিশনের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় গৃহীত যাবতীয় পদক্ষেপের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, রাজনৈতিক দলসহ সবাইকে সম্যকভাবে অবহিত করতে হবে।

ষষ্ঠত, নির্বাচনি প্রচারকাজে মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গির্জাসহ যে-কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

সপ্তমত, ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, বিবৃতি, গুজব প্রচার বা এ ধরনের যাবতীয় প্রচার বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় অপরাধ গণ্য করতে হবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৯.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

এক স্বৈরাচারকে সরিয়ে নতুন স্বৈরাচারকে বসানোর জন্য গণ-অভ্যুত্থান করিনি : নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপির) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, এক স্বৈরাচারকে সরিয়ে নতুন কোনো স্বৈরাচারকে বসানোর জন্য গণ-অভ্যুত্থান করিনি। বরং কেউ যাতে স্বৈরাচার হতে না পারে, সেজন্য গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় নরসিংদী-২ পলাশের ঘোড়াশালে এনসিপি ও ১১ দলীয় জোটের নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, "একটি দল প্রথম থেকেই সংস্কারের বিরোধিতা করে আসছে। তারা ফ্যাসিবাদীর আমলে ৩১ দফা দিয়ে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ৫ আগস্টের পর দেখলাম, তারা এই প্রতিশ্রুতিতে নেই। তারা জাতির সঙ্গে প্রতারণা করে সব সংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তিনি বলেন, "ঋণখেলাপি, দ্বৈত নাগরিকদের নমিনেশন দিয়ে সংসদে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। নতুন করে টাকা পাচার ও লুটপাটের প্ল্যান করা হচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে ব্যালটের মাধ্যমে আপনাদের জবাব দিতে হবে।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৬ রিহাব)

১২ তারিখের নির্বাচনই ঠিক করবে দেশ গণতন্ত্রের পথে যাবে, নাকি অন্য পথে : তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ১২ তারিখের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনই ঠিক করবে দেশ গণতন্ত্রের পথে যাবে, নাকি অন্য পথে। জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদরাসা মাঠে নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

হুট করে প্লেনে চড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের নাই : তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, "আমি দেশে ১৭ বছর থাকতে পারিনি। তাহলে এত বছর দেশের উন্নয়ন কি হয়নি? যেখানে যাই সবাই বিভিন্ন বিষয়ে আবদার করে। তবে হুট করে প্লেনে চড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের নাই। আমাদের তো আর যাওয়ার কোনো জায়গা নাই।„ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাত ৭টায় নওগাঁ শহরের এটিম মাঠে জেলা বিএনপি আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, "গত ১৬ বছর দেশের মানুষের ভাগ্যের কোনো উন্নয়ন ও পরিবর্তন হয়নি। আমরা গ্রামের মানুষের উন্নয়ন ও ভাগ্য পরিবর্তন করতে চাই। নারীদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চাই। মানুষ যেন নিরাপদে পথে-ঘাটে হাঁটতে পারে এবং নিরাপদে ঘুমাতে পারে, সে লক্ষ্যে কাজ করা হবে। ঢাকার অনেক উন্নয়ন হয়েছে। মেগা প্রকল্প মানে মেগা দুর্নীতি।„ কৃষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "কৃষকদের ভালো রাখলে দেশ ভালো থাকবে। কৃষকদের সুবিধার জন্য শহিদ জিয়া পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদ মওকুফ করে দিয়েছিলেন। আমরা ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদ

মওকুফ করে দেবো। দেশের কৃষকদের পর্যায়ক্রমে কৃষি কার্ড দেওয়া হবে, যা দিয়ে ফসলের যাবতীয় বীজ-সার পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৬ রিহাব)

শেরপুরের সহিংসতায় উদ্বেগ, দুই পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান সরকারের

শেরপুরে সহিংসতার ঘটনায় জামায়াতের এক কর্মীর মৃত্যুতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এমন ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটি অত্যন্ত দুঃখজনক বলে জানিয়েছে সরকার। প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সরকারি এক বিবৃতির বরাত দিয়ে এ তথ্য জানান। বিবৃতিতে বলা হয়, জাতীয় নির্বাচন আর মাত্র দুই সপ্তাহ দূরে উল্লেখ করে সরকার বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ সব রাজনৈতিক দলের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সংযত থাকার নির্দেশনা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সরকার বলেছে, সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও প্রাণহানি কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারে না।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

রাজনীতি করবো, চাঁদাবাজিও করবো, কিন্তু চাঁদাবাজ বলবেন না- এটা কোনো কথা!: জামায়াত আমির

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, আমি রাজনীতি করবো, আমি চাঁদাবাজিও করবো, কিন্তু আমাকে চাঁদাবাজ বলবেন না- এটা কোনো কথা! তাহলে আপনি চাঁদাবাজি ছেড়ে দেন, আপনাকে কেউ চাঁদাবাজ বলবে না। আপনি যখন চাঁদাবাজি করবেন, তখন এ কথা আপনাকে শুনতে হবে যে, আপনি একজন চাঁদাবাজ। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ঢাকা-১২ আসনে ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য সমর্থিত প্রার্থী সাইফুল আলম খানের নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। চাঁদাবাজির জ্বালায় দেশের মানুষ জর্জরিত উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, চাঁদাবাজি এবং দুর্নীতি বন্ধ করতে পারলে দেশ লাফ দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। কথা দিচ্ছি, শুধু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পাঠাবো না, চাঁদাবাজি বন্ধ করতে আমরাও মাঠে নামবো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

জামিননামা ছাড়াই হত্যা মামলার ৩ আসামিকে ছেড়ে দিলো কারা কর্তৃপক্ষ

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কোনো জামিননামা ছাড়াই হত্যা মামলার তিন আসামিকে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমন ঘটনায় কারাগারের ভেতর ও বাইরে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, কারা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও স্বচ্ছতা নিয়েও। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে ময়মনসিংহের কেন্দ্রীয় কারাগারে এ ঘটনা ঘটে। তবে, বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) জাগো নিউজ ঘটনাটির সত্যতা পেয়েছে। ঘটনাটি জানতে বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়মনসিংহের সিনিয়র জেল সুপার মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি সত্য। কারাগারের কর্মকর্তা ভুল করে কারাগার থেকে আসামিদের মুক্তি দিয়েছে। এটি `ভুলমুক্তি, (ভুল করে মুক্তি)। তবে, ঘটনাটি এখন জানানো হবে না। পরে সবকিছু জানানো হবে। বিষয়টি নিয়ে ময়মনসিংহ বিভাগের কারা উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি প্রিজন্স) মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামের জাগো নিউজকে বলেন, ওই তিনজন হত্যা মামলার আসামি ছিলেন। প্রডাকশন ওয়ারেন্টকে ভুল করে জামিননামা ভেবে তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় ডেপুটি জেলার জাকারিয়া ইমতিয়াজকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, জাকারিয়া ইমতিয়াজ আমাদের জানিয়েছে, ভুল করে অসতর্ক অবস্থায় আসামিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এ ঘটনার সঠিক কারণ উদ্‌ঘাটন করবে তদন্ত কমিটি। যে বা যে-সব কর্মকর্তা এটির সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ মিলবে, তাদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

ভোটের পোস্টার মুদ্রণ না করতে ছাপাখানাকে কড়া নির্দেশ ইসির

পরিবেশ দূষণরোধে এবারই প্রথম পোস্টারবিহীন নির্বাচনি প্রচারণা চলমান। তবে কিছু কিছু জায়গায় পোস্টার দৃষ্টিগোচর হয়েছে নির্বাচন কমিশনের। এমতাবস্থায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কোনো পোস্টার মুদ্রণ না করতে সারা দেশের ছাপাখানাগুলোকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ইসির উপ-সচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন নির্দেশনাটি বাস্তবায়নে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের চিঠি দিয়েছেন বলে জানা গেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

বেবিচককে বিভক্ত করে রেগুলেটর ও অপারেটর সংস্থা গঠন করবে সরকার

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে (বেবিচক) বিভক্ত করে রেগুলেটর ও অপারেটর সংস্থা গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সরকারি পত্রের মাধ্যমে বেবিচককে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বেবিচক যুগপৎভাবে দুটি ভূমিকা পালন করে আসছে। একদিকে বেবিচক রেগুলেটর হিসেবে বিমান চলাচলে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান কার্যক্রম তদারকি করে। অন্যদিকে, অপারেটর হিসেবে এয়ার নেভিগেশন পরিষেবা প্রদান ও বিমানবন্দরগুলো পরিচালনা করে। এর ফলে

রেগুলেটর হিসেবে অপারেটরের কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত (কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট) তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থার (আইসিএও) পরিচালিত অডিটে বেবিচকের রেগুলেটর ও অপারেটর সত্তা আলাদা করার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ ছিল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

সাংবাদিকদের কার্ড জটিলতা সমাধানের আশ্বাস সিইসির

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, অনলাইনে সাংবাদিক কার্ডের প্রক্রিয়াটা ইউজার ফ্রেন্ডলি না। এটা সমাধান করা হবে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসে তিনি এসব কথা বলেন। সিইসি বলেন, অনলাইনে সাংবাদিক কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়াটি ইউজার ফ্রেন্ডলি না। এটা আমার নতুন যাত্রা তো, এটা একটা সমস্যা হয়েছে। আপনারা ডিজিটালাইজেশনের বিপক্ষে না, এটা আমরা বুঝি। কিন্তু ইট শুড বি ইউজার ফ্রেন্ডলি। ফার্স্ট টাইম যেহেতু বলছি নিশ্চয় এটা প্রবলেম হচ্ছে। ইনশাল্লাহ এটা সমাধান করা হবে। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ নিয়ে তিনি বলেন, প্রিসাইডিং কর্মকর্তাকে এটা জাস্ট অবহিত করা, পারমিশন নিয়ে ঢোকার দরকার নাই।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

দেশে ফিরলেন ভারতে আটক ১২৮ মৎস্যজীবী

পারস্পরিক প্রত্যাবাসন ব্যবস্থার আওতায় ভারতে আটক থাকা ১২৮ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। একই সময়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত ২৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা রেখায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও ভারতীয় কোস্ট গার্ডের মধ্যে এই প্রত্যাবাসন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ সময় ভারতের হেফাজত থেকে বাংলাদেশের মালিকানাধীন পাঁচটি ফিশিং বোটসহ ১২৮ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে গ্রহণ করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। একইসঙ্গে বাংলাদেশের হেফাজতে থাকা ভারতের মালিকানাধীন দুটি ফিশিং বোটসহ ২৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে ভারতীয় কোস্ট গার্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

শেরপুরে আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে ৫ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মওলানা রেজাউল করিম নিহতের ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) পাঁচ প্লাটুন সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিজিবি সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, শেরপুরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঝিনাইগাতী ও শ্রীবরদী উপজেলায় পাঁচ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৬ রিহাব)

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক নিয়ে গুজব-অপপ্রচার চলছে : গভর্নর

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক নিয়ে দেশে পরিকল্পিত গুজব ও অপপ্রচার চলছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল টাকা দিয়ে মানুষকে উসকানি দিচ্ছে, তবে এসব অপচেষ্টা টিকবে না। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। আহসান এইচ মনসুর বলেন, আমরা গণতান্ত্রিক চর্চায় বিশ্বাস করি। প্রতিবাদের অধিকার সবার আছে। কিন্তু কাজের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে চাই, গ্রাহকদের আমরা সন্তুষ্ট করতে পেরেছি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

এনসিটি ইস্যুতে উত্তাল চট্টগ্রাম বন্দর, ২ দিনের শাটডাউন ঘোষণা শ্রমিকদের

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনার দায়িত্ব বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরের সরকারি প্রক্রিয়া ও এ সংক্রান্ত হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়কে কেন্দ্র করে বন্দরে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রতিবাদে আগামী শনিবার (৩১ জানুয়ারি) ও রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) বন্দর এলাকায় শাটডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে শ্রমিক-কর্মচারীরা। দাবি আদায় না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দর বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকাল থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের কারশেড ও আশপাশের এলাকায় `বন্দর রক্ষা পরিষদ,সহ বিভিন্ন শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শ্রমিকরা এনসিটি টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগকে `জাতীয় স্বার্থবিরোধী, আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে তা বাতিলের দাবি জানান।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অধ্যাদেশ অনুমোদনসহ ১১ বিষয়ে সিদ্ধান্ত : উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক

কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অধ্যাদেশ-২০২৬ নীতিগত অনুমোদনসহ ১১টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার

কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়। বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, বৈঠকে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ অধ্যাদেশের খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। সেই সঙ্গে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অধ্যাদেশ-২০২৬-এর খসড়া চূড়ান্ত এবং বাংলাদেশ প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য সংঘ নিরোধ অধ্যাদেশ-২০২৬ এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

ব্যালট বক্স ছিনতাই হলে কেউ রক্ষা পাবে না : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতা প্রতিরোধে সব বাহিনীকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এসময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নির্দেশনার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোনো জায়গায় যদি কোনো বাক্স (ব্যালট বক্স) ছিনতাই হয়, তাহলে ওই পোলিং অফিসার থেকে শুরু করে প্রিসাইডিং অফিসার বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কেউ রক্ষা পাবে না। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব বলেন তিনি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক এ মতবিনিময় সভা হয়।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ২৯.০১.২০২৬ নারগীস)

নির্বাচনি প্রচারে নারীদের ওপর হামলায় সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি নোটিশ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেওয়া নারীদের ওপর হামলা, হয়রানি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনায় সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের প্রতি অ্যাডভোকেট উম্মা সালমার পক্ষে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) লিগ্যাল নোটিশ পাঠান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দিন। নির্বাচনি প্রচারণাকালে নারীদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে এ লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়। নোটিশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং পুলিশের মহাপরিদর্শককে বিবাদী করা হয়েছে। নোটিশ পাঠানোর বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন ব্যারিস্টার মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দিন নিজেই। নোটিশে বলা হয়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেওয়া নারীদের ওপর হামলা, হয়রানি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটেছে, যা সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক অধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৬ রিহাব)

বিদায় বেলায় ২৪ প্রকৌশলীকে পদোন্নতির তোড়জোড়, কোটি টাকার `বাণিজ্য,

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার আগে ও পরে একের পর এক নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি দিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তফসিলের একদিন আগে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে নজিরবিহীন পদোন্নতি ও পদায়নের ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে মন্ত্রণালয়। তাতেও থামেনি বদলি-পদোন্নতির তোড়জোড়। এবার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২৪ উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী প্রকৌশলী করতে মরিয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পদোন্নতির সব কাজ শেষ করে এ বিষয়ে আদেশ (জিও) জারি করেছে মন্ত্রণালয়। এখন সেটি অনুমোদনের জন্য নির্বাচন কমিশনে (ইসি) চিঠি পাঠিয়ে চলছে জোর তদবির। অভিযোগ উঠেছে, বিদায় বেলায় শিক্ষা উপদেষ্টাসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে এসব নিয়োগ-পদোন্নতি দিয়ে যাচ্ছেন। খোদ সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা ও বর্তমান পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ চৌধুরীও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদোন্নতি-বদলি বাণিজ্য নিয়ে মুখ খুলেছেন। তাতেও কর্ণপাত করছেন না বর্তমান উপদেষ্টাসহ কর্মকর্তারা। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সূত্র জানায়, পদ ফাঁকা না থাকার পরও চলতি দায়িত্বে পদোন্নতি দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন শাখা গত ২৫ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনে (ইসি) চিঠি পাঠিয়েছে। এরপর থেকে এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে ধরনা দিচ্ছেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলীরা। অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ মুহূর্তে এটিকে সুযোগ হিসেবে দেখছেন তারা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৬ রিহাব)

জাপানের এনইএফ বৃত্তি পেলেন শেকৃবির ২৯ শিক্ষার্থী

জাপানের নাগাও ন্যাচারাল ইনভায়রনমেন্টাল ফাউন্ডেশন (এনইএফ) স্কলারশিপ পেয়েছেন রাজধানীর শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ২০২০-২১ সেশনের দশজন, ২০২১-২২ সেশনের সাতজন এবং ২০২২-২৩ সেশনের ১২ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে স্কলারশিপপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। এনইএফ বাংলাদেশ কমিটির সদস্য ও হর্টিকালচার বিভাগের প্রফেসর ড. জাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল লতিফ উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৬ রিহাব)

বিদায় নিতে প্রস্তুত, অনেক উপদেষ্টা কূটনৈতিক পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন

অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, তারা নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নিতে প্রস্তুত। তাদের অনেকে কূটনৈতিক পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর বাসাবোতে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার মিলনায়তনে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, "একবার ক্ষমতায় বসতে পারলে ছলেবলে কৌশলে চেয়ার ধরে রাখার দুঃখজনক প্রবণতা এদেশে রয়েছে। কিন্তু আমরা যেদিন দায়িত্ব নিয়েছি, সেদিন থেকেই বিদায়ের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। এরই মধ্যে আমাদের অনেক উপদেষ্টা তাদের কূটনৈতিক পাসপোর্ট স্যারেন্ডার করেছেন। আমরা নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ঘরে ফেরার জন্য প্রস্তুত। আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত রয়েছি- একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় আসবেন, তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবো,„ যোগ করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৬ রিহাব)

বিএসসি-ডিপ্লোমা দ্বন্দ্ব, সমাধানে সিদ্ধান্ত নেবে না অন্তর্বর্তী সরকার

বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মধ্যকার সমস্যা নিরসনে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের `সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো সম্ভাবনা নেই,। এ সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সভা হলেও কোনো সুপারিশ করা হয়নি এবং সুপারিশ করা হবে না বলেও জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা খালিদ মাহমুদের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৬ রিহাব)

৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বৈধ প্রার্থীরা পোস্টাল ব্যালটে থাকতে পারবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে-সব প্রার্থীর প্রার্থিতার বিষয় এখন আদালতে ঝুলে আছে, তাদের মধ্যে যাদের ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বৈধ ঘোষণা করা হবে, তারাই পোস্টাল ব্যালটে জায়গা পাবেন। এরপর প্রার্থিতা ফিরে পেলেও, তারা পোস্টাল ব্যালটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবেন না। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৬ রিহাব)

১৫০ যাত্রী নিয়ে করাচি গেল বিমানের প্রথম ফ্লাইট

বাংলাদেশ থেকে ১৫০ যাত্রী নিয়ে পাকিস্তানের করাচির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাত ৮টায় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমানের প্রথম ফ্লাইট বিজি-৩৪১ করাচির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। বিমানের প্রথম ফ্লাইট করাচিতে পৌঁছাবে আজ স্থানীয় সময় রাত ১১টায়। ফিরতি ফ্লাইট বিজি-৩৪২ করাচি থেকে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দিনগত রাত ১২টা ১ মিনিটে যাত্রা করে ঢাকায় পৌঁছাবে ভোর ৪টা ২০ মিনিটে। শীতকালীন সূচি অনুযায়ী, সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ঢাকা থেকে স্থানীয় সময় রাত ৮টায় যাত্রা করে করাচিতে পৌঁছাবে রাত ১১টায়। অপর দিকে, করাচি থেকে স্থানীয় সময় দিনগত রাত ১২টা ১ মিনিটে যাত্রা করে ঢাকায় পৌঁছাবে একই দিন ভোর ৪টা ২০ মিনিটে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৯.০১.২০২৬ রিহাব)

BBC

HEAVY GUNFIRE AND BLASTS HEARD NEAR AIRPORT IN NIGER'S CAPITAL

Sustained heavy gunfire and loud explosions have been heard in Niger near the international airport outside the capital, Niamey. Multiple eyewitness accounts and videos showed air defence systems apparently engaging unidentified projectiles in the early hours of Thursday. The situation later calmed down, reports say, with an official reportedly saying the situation was now under control, without elaborating. It is not clear what caused the blasts, or if there were any casualties. There has been no official statement from the military government. (BBC News Web Page: 29/01/26, FARUK)

CHINA EXECUTES 11 MEMBERS OF MYANMAR SCAM MAFIA

China has executed 11 members of a notorious mafia family that ran scam centres in Myanmar along its north-eastern border, state media report. The Ming family members were sentenced in September for various crimes including homicide, illegal detention, fraud and operating gambling dens by a court in China's Zhejiang province. The Mings were one of many clans that ran the town of Laukkaing, transforming an impoverished backwater town into a flashy hub of casinos and red-light districts. (BBC News Web Page: 29/01/26, FARUK)

PLANE CRASHES IN COLOMBIA, KILLING ALL 15 ON BOARD

A passenger plane has crashed in northern Colombia, killing all 15 people on board, the country's state-run airline Satena confirmed. In a statement, it said its aircraft - a Beechcraft 1900 - "suffered a fatal accident", but gave no further details. The wreckage has now been located in a mountainous area. The official passenger list includes lawmaker Diogenes Quintero Amaya and Carlos Salcedo, a candidate in upcoming congressional elections. Satena earlier said contact with the plane was lost 11 minutes before it had been scheduled to land in the city of Ocana, near the Venezuelan border, at 12:05 local time on Wednesday. (BBC News Web Page: 29/01/26, FARUK)

IRAN'S INTERNET IS RETURNING - BUT NOT FOR EVERYONE

Nearly three weeks into one of the most extreme internet shutdowns in history, some of Iran's 92 million citizens are beginning to get back online - but access appears to be tightly controlled. The country cut off internet access on 8 January, in what is widely seen as an attempt to stem the flow of information about a government crackdown on protesters. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said the internet was blocked in response to what he described as "terrorist operations". Now there is evidence that some internet access has returned - but independent analysis indicates much of the country is still effectively cut off from the outside world. (BBC News Web Page: 29/01/26, FARUK)

ISRAEL HANDS OVER 15 BODIES OF PALESTINIANS IN LAST STAGE OF CAPTIVE SWAP

Israel has handed over the bodies of 15 Palestinians to the International Committee of the Red Cross in exchange for the final Israeli captive, whose remains were recovered by Israeli forces earlier this week, closing the chapter on this part of its more than two-year genocidal war on Gaza. On Wednesday, Israel laid to rest policeman Ran Gvili, who was killed during the Hamas-led October 7, 2023, attacks on southern Israel. Of the 251 captives taken by Hamas and other Palestinian groups that day, Gvili's were the last remains held in the Palestinian territory. At his funeral on Wednesday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu described Gvili as a "hero of Israel" and warned Israel's enemies that they would pay a heavy price if they attacked again. (BBC News Web Page: 29/01/26, FARUK)

SYRIA GRANTS IMMEDIATE CITIZENSHIP TO KURDS IN WAKE OF GAINS AGAINST SDF

Syria's Ministry of Interior has ordered the immediate implementation of a new decree granting citizenship to Kurdish minorities, as government forces continue to consolidate control of the country after a rapid offensive against the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) in the north of the country. Interior Minister Anas Khattab issued the decision on Wednesday, mandating that the decree applies to all Kurds residing in Syria and explicitly includes those listed as stateless, the Anadolu news agency reported, citing the Syrian television station Alikhbariah. The ministry has set a February 5 deadline for finalizing the measures and their rollout, the report said. (BBC News Web Page: 29/01/26, FARUK)

DOZENS KILLED IN RSF DRONE ATTACK IN SUDAN'S SOUTH KORDOFAN

Dozens of people have been killed in a drone attack by the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) on a key town in war-torn Sudan's South Kordofan state, according to local media reports. Multiple areas of Dilling, including the headquarters of the Sudanese army's 54th Brigade and the central market, were struck by suicide drones during Wednesday's attack, the Sudan Tribune reported, citing local sources and medical groups. The government-aligned Sudanese Armed Forces (SAF) announced that it had broken a nearly two-year-long RSF siege on Dilling, gaining control over key supply lines. Dilling lies halfway between Kadugli - the besieged state capital - and el-Obeid, the capital of neighbouring North Kordofan province, which the RSF has sought to encircle.
(BBC News Web Page: 29/01/26, FARUK)

CHINA'S XI JINPING, UK'S KEIR STARMER AGREE TO DEEPEN ECONOMIC TIES

United Kingdom Prime Minister Sir Keir Starmer and Chinese President Xi Jinping have called for a closer strategic partnership as they met in Beijing during the first trip of its kind by a British leader in eight years. "I have long been clear that the UK and China need a long-term, consistent and comprehensive strategic partnership," Starmer said after the meeting at Beijing's Great Hall of the People on Thursday. During their meetings, Starmer told Xi that he hopes the two leaders can "identify opportunities to collaborate, but also allow a

meaningful dialogue on areas where we disagree". Before his trip, Starmer had said doing business with China was the pragmatic choice, and it was time for a "mature" relationship with the world's second-largest economy. Xi stressed the need for more "dialogue and cooperation" amid a "complex and intertwined" international situation.
(BBC News Web Page: 29/01/26, FARUK)

:: THE END ::